মিল অমিল

ছবি একই কিন্তু কমপক্ষে ৬টি জিনিস মিসিং। দেখি তো তোমরা বলতে পারো কিনা! প্রথম ছবিতে এমন কী কী আছে, যা পরের ছবিতে নেই। সেগুলো কী কী?

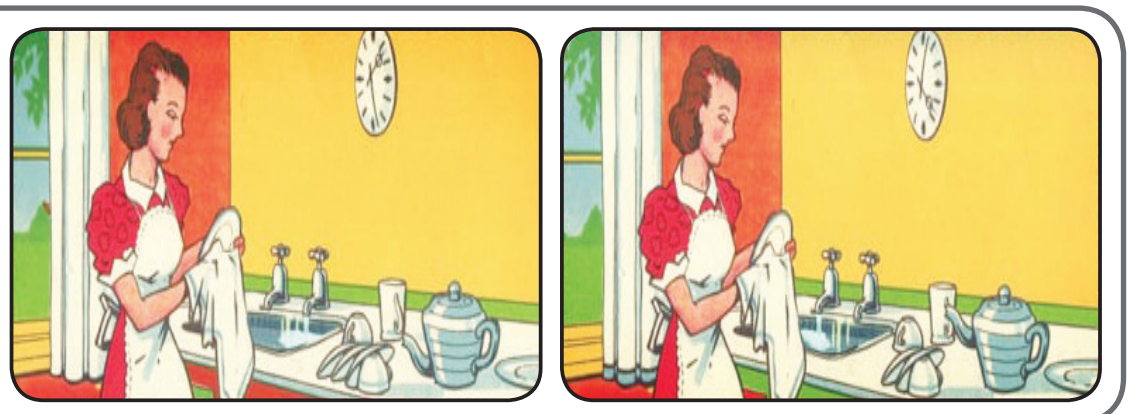

শিকারের খেলা

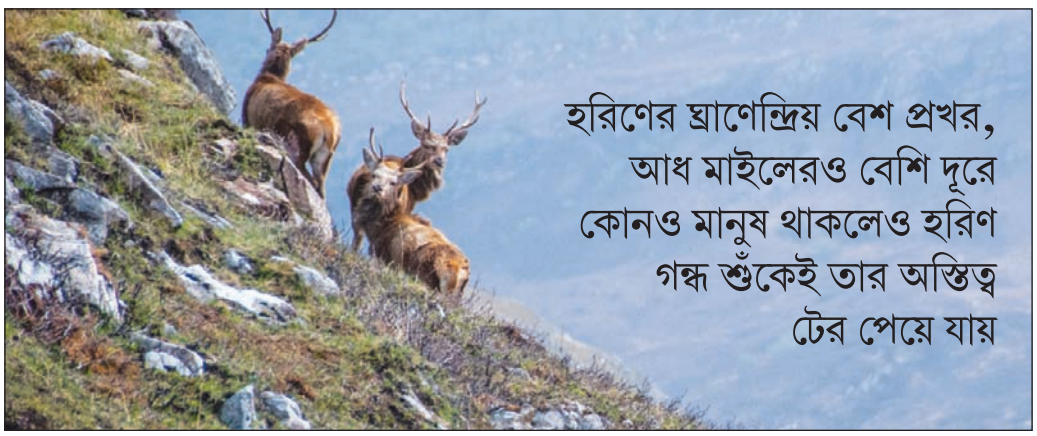

হরিণের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বেশ প্রখর, আধ মাইলেরও বেশি দূরে কোনও মানুষ থাকলেও হরিণ গন্ধ শুঁকেই তার অস্তিত্ব টের পেয়ে যায়

স্কটল্যান্ডের পাহাড়ি অঞ্চলে বহুদিন ধরে হরিণ শিকারের এক পদ্ধতি চালু ছিল। বড়সড়ো একটা হরিণের দলকে পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হত। তারপর তীর ধনুকের সাহায্যে তাদের শিকার করা হত। কেউ কেউ আবার কাজের সুবিধার জন্য হরিণের দলটিকে লক্ষ্য করে বড়-বড় কুকুর ছেড়ে দিতেন। উনিশ শতকে এসে এই আদিমতম শিকার পদ্ধতিটিই 'ডিয়ারস্টকিং'-এ রূপান্তরিত হল। ডিয়ারস্টকিং আর কিছুই নয়, হরিণেরা যেখানে চরে বেড়ায়, সেখানেই চুপিসারে তাকে ধোঁকা দিয়ে শিকার করা। রোমাঞ্চকর এক শিকারের খেলা। যার প্রতিটি স্তরেই রয়েছে উত্তেজনাময় মুহূর্ত।

ডালপালা ছড়ানো বিশাল শিং নিয়ে দাঁড়ানো বলশালী এক হরিণ আর তার সঙ্গে স্কটল্যান্ডের পাহাড়ি অঞ্চলের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এই খেলায় এনেছে এক বিশেষ মাত্রা। হরিণ শিকারের খেলায় প্রথমেই যা দরকার, তা হল হরিণের আচার-আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান। শিকারী দলটিকে জেনে নিতে হবে হরিণ কীভাবে থাকে, কোথায় থাকে, কোন অবস্থায় কীরকম আচরণ করে।

হরিণ অধ্যুষিত স্কটল্যান্ডের এই রকম এক একটি জঙ্গলের আয়তন প্রায় দশ হাজার একর থেকে শুরু করে আশি হাজার একর অবধি। ডিয়ারস্টকিং-এ দলের নেতৃত্ব দেয় এমন একজন, যে গোটা অঞ্চলটা ভালোভাবে চেনে। হরিণকে বিন্দুমাত্র কিছু টের পেতে না দিয়ে পিছন থেকে হরিণের উপর চোখ রাখে। দূরবিন দিয়ে দেখে কোথায় হরিণের পাল চরে বেড়াচ্ছে। হরিণের দলটিকে ভালো করে দেখে তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়, শিকারের উপযোগী কোনও হরিণ আছে কিনা!

স্টকার বা জঙ্গলের পরিবেশে দক্ষ এই শিকারীরা দূর থেকে হরিণের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন, কারণ হরিণের দল অধিকাংশ সময়েই খুব দূরের জিনিস ঠাহর করতে পারে না। কিন্তু হরিণের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বেশ প্রখর। আধ মাইলেরও বেশি দূরে কোনও লোক থাকলেও হরিণ গন্ধ শুঁকেই মানুষের অস্তিত্ব টের পেয়ে যায়। সুতরাং, যেদিকে হাওয়া তার উলটো দিকে দাঁড়াতে হয় স্টকারদের এবং শিকার করতে হয়। তবে, আধুনিক সমাজব্যবস্থায় এই শিকারকে মোটেই উৎসাহ দেওয়া হয় না এবং নৃশংসও বটে।

ডিয়ারস্টকিং আর কিছুই নয়, হরিণেরা যেখানে চরে বেড়ায়, সেখানেই চুপিসারে তাকে ধোঁকা দিয়ে শিকার করা

ম্যাজিক মজার খেলনা

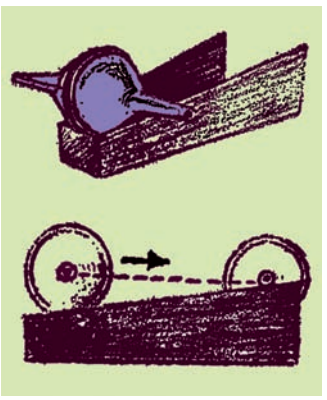

কোনও জিনিস ঢালু পথের উপর রাখলে সেটা সব সময়ই উপর থেকে নীচের দিকে নামে, এটাই আমরা সচরাচর দেখে থাকি। কিন্তু আমাদের এই মজার খেলনা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে ঢালু পথের নীচের থেকে আপনি-আপনি উপরের দিকে উঠবে।

এই খেলনা তৈরিও করা যায় খুব সহজে। দুটো প্লাস্টিক ফানেলকে মুখোমুখি জোড়া লাগাও। তারপর কুইক ফিক্স দিয়ে দাও যাতে শক্ত করে আটকে যায়।

এবার একটা পিচবোর্ড কেটে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনটা তৈরি করো। ঢালু জায়গার সরু দিকের দুটো দেওয়ালের মধ্যে দূরত্ব থাকবে এক ইঞ্চি। আর উলটো দিকটা চওড়া হবে, ফানেল জোড়া যতটা লম্বা ঠিক ততটা। তুমি ওটাকে ঢালু জায়গার নীচের দিকে বসালে ওটা আপনা থেকেই উপরে আসতে থাকবে।

আঁকবুক

১. সৌরভ চন্দ্র দাস, দ্বিতীয় বর্ষ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম গভর্নমেন্ট আইটিএল, ২. সোনু সরকার, একাদশ শ্রেণি, বালুরঘাট হাইস্কুল, ৩. বহ্নিস্মিতা পোদ্দার, পঞ্চম শ্রেণি, ময়নাগুড়ি উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়

এ সপ্তাহে কবে ক?

বিশ্ব জল দিবস

২২ মার্চ

এখনও বিশ্বের প্রায় ৭৮৩ মিলিয়ন মানুষ পরিষ্কার জল পায় না! ২.৫ মিলিয়ন মানুষ বঞ্চিত। এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্যই জাতিসংঘ চালু করেছে বিশ্ব জল দিবস। এখন থেকে নিশ্চয়ই অকারণে জল অপচয় করবে না আর!

কানের পাশ দিয়ে যাওয়া দিবস

২৩ মার্চ

১৯৮৯ সালের ২৩ মার্চ। পৃথিবীর দিকে ধেয়ে এসেছিল একটি বড়সড়ো গ্রহাণু। ভাগ্যিস সে যাত্রায় পৃথিবীর মাত্র পাঁচ লাখ মাইল দূর দিয়ে চলে গিয়েছিল সেটি! কানের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া যাকে বলে! সেই থেকে এ দিবসের প্রচলন।

টিউবারকিউলোসিস দিবস

২৪ মার্চ

১৯৮২ সাল থেকে পালিত হচ্ছে এই দিনটি। টিউবারকিউলোসিস মানে টিবি। ভীষণ মারাত্মক রোগ এটি। আক্রান্ত প্রতি সাতজনের মধ্যে একজনের এতে মৃত্যুর ঝুঁকি দেখা যায়। তাই টিবি সম্পর্কে জানো, সচেতন হও, সচেতন করো।

আন্তর্জাতিক অজাত শিশু দিবস

২৫ মার্চ

নাম দেখে ভড়কে যেও না। 'অজাত' মানে হল যে এখনও জন্ম নেয়নি, ভবিষ্যতে নেবে। পৃথিবীতে প্রতিদিন বহু শিশু আসছে, ভবিষ্যতেও আসবে। চোখ মেলে পৃথিবী দেখার আগেই তাদের জন্য সুন্দর পৃথিবী গড়ার স্বপ্নই দেখা হয় এই দিনটিতে।

আন্তর্জাতিক নাট্যশালা দিবস

২৭ মার্চ

১৯৬১ সালে দিনটির প্রচলন শুরু করে ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট। একটি দেশের সংস্কৃতিতে নাট্যশালা বা থিয়েটারের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যচর্চা আরও আনন্দময় করে তোলাই এ দিনটির মূল বিষয়।

ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক দিবস

২৮ মার্চ

কালো রঙের বন খেয়েছ তো? নিশ্চয়ই খেয়েছ। ব্ল্যাক ফরেস্টের বাংলা তো কালো বনই, নাকি! মজার বিষয় হল, লাল-সাদা এই কেকের নাম ব্ল্যাক ফরেস্ট! অত্যন্ত ভুল নামকরণের বড় প্রমাণ। চকোলেট, চেরি আর ক্রিম হল এর প্রধান উপকরণ।

১৪২৬ পেরিয়ে ১৪২৭

'২৭-এ নয়কো হতাশ! ভাবছ, কোথায় পাই ফুরফুরে বাতাস? কেন, তিব্বত গেলেই পারো! নতুন বছরে তোমাদের প্রিয় ইচ্ছেডানা র পাতায় সুকুমার রায়-এর যদুরণ অবলম্বনে মজাদার কমিকস।

রেখায় লেখায় ঋতম ঘোষাল